ড. এম মিজানুর রহমান, মহাপরিচালক, বার্ড

ডঃ এম মিজানুর রহমান, মহাপরিচালক, বার্ড; গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের একজন অতিরিক্ত সচিব। তিনি ১৯৮৮ সালে বিসিএস প্রশাসন ক্যাডারে যোগদান করেন। তিনি ১৯৬৩ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার সদর উপজেলায় জন্মগ্রহন করেন। শিক্ষাজীবনে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর ব্যবস্থাপনা বিভাগ থেকে স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রী সম্পন্ন করেন। পরবর্তীতে ২০০২ সালে তিনি চেক প্রজাতন্ত্র থেকে অর্থনীতিতে এমএস ও মাইক্রো ফাইন্যান্স এর উপর ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি সরকারী চাকুরীতে মাঠ প্রশাসনসহ বিভিন্ন বিভাগ ও মন্ত্রনালয়ে দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। কর্মজীবনে পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের নিমিত্তে তিনি বেশ কিছু আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহন করেন। যার মধ্যে যুক্তরাজ্য থেকে "Leadership", ফ্রান্স থেকে "Financial Management", থাইল্যান্ডের HDFF থেকে "Project Management, Monitoring and Evaluation" ও AIT থেকে "Effective Management Skills Development Using IT Applications" এবং ভিয়েতনাম থেকে "Public Administration" ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। তিনি দেশে বিদেশে অনেক সেমিনার, কনফারেন্স ও ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণ করেছেন। যার মধ্যে রয়েছে ২০০৭ সালে স্লোভেনিয়াতে বিশ্বব্যাংকের Economic Development Forum কর্তৃক আয়োজিত "Annual Bank Conference on Development Economics"।

ডঃ এম মিজানুর রহমান ২০১৮ সালের জানুয়ারী মাস থেকে বার্ডের মহাপরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। ইতোপূর্বে তিনি ২০১৫ সাল থেকে রস্ক-২ এর প্রকল্প পরিচালক হিসেবে সফলভাবে হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। এছাড়া তিনি সৌদি আরবের বাংলাদেশ দূতাবাসে ইকনোমিক কাউন্সিলর পদে প্রায় পাঁচ (০৫) বছর দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগে চাকুরি করার সুবাদে বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী দেশ ও সংস্থার সাথে দ্বি-পাক্ষিক ও বহু-পাক্ষিক সভায় অংশগ্রহন করেন। এছাড়া জেদ্দাস্থ ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (আইডিবি) এর সাথে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য আর্থিক সহায়তার বিষয়ে কাজ করেছেন।

ডঃ এম মিজানুর রহমান বিদেশী ভাষা যথা ফরাসী, আরবী এবং চেক ভাষা শেখার জন্য প্রশিক্ষন নিয়েছেন। তিনি জাপান, মালয়েশিয়া, বেলজিয়াম, ভারত, থাইল্যান্ড, সংযুক্ত আরব আমিরাত, ভিয়েতনাম, স্লোভানিয়া, সুইজারল্যান্ড, চেক রিপাবলিক, ফ্রান্স, জার্মানি, যুক্তরাজ্য, তুরস্ক, ইটালি প্রভৃতি দেশ ভ্রমন করে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন।